গণপ্রজতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
(সরকারি মাধ্যমিক-১)

বিষয় : **আসন্ন জে.এস.সি. ও জে.ডি.সি. পরীক্ষা-২০১৮ সুষ্ঠু, নকলমুক্ত ও ইতিবাচক পরিবেশে সম্পন্নের লক্ষ্যে জাতীয় মনিটরিং ও আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভার কার্যবিবরণী।**

সভাপতি : নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.
মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
তারিখ : ১৫ অক্টোবর, ২০১৮, সময় : বেলা ০৩:০০মিনিট।
স্থান : মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট "ক" তে দেখানো হলো।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, আগামী ০১ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখ হতে জে.এস.সি. ও জে.ডি.সি. পরীক্ষা পরীক্ষা-২০১৮ শুরু হবে। প্রায় ২৬ লক্ষ শিক্ষার্থী এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বিগত পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধ এবং ফাঁসের গুজবমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। সে ধারাবহিকতায় আসন্ন জে.এস.সি. ও জে.ডি.সি. পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে সবধরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, কিছু প্রতারক চক্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুয়া/মিথ্যা প্রশ্ন তৈরী করে দ্রুত গুজব ছড়িয়ে দেয়। জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে একটি কুচক্রি মহল আসন্ন জে.এস.সি. ও জে.ডি.সি. পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে মিথ্যা গুজব তৈরী করে দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে। এ বিষয়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বোচ্চ সতকর্তা অবলম্বনের জন্য তিনি আহ্বান জানান।

সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ বলেন, এইচ.এস.সি. ও সমমানের পরীক্ষা ২০১৮ এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করে আসন্ন জে.এস.সি. ও জে.ডি.সি. পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে আয়োজনে সবধরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। সৎ, নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ও দেশপ্রেমিক ভবিষ্যত প্রজন্ম গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের সকলের। তিনি এক্ষেত্রে শিক্ষক, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ এবং অভিভাবকগণকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের জন্য অনুরোধ জানান। পাবলিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বিধায় ঢাকা জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি জাতীয় মনিটরিং কমিতে অন্তর্ভূক্ত করা হবে বলে তিনি জানান।

সভায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে অতিরিক্ত ডিআইজি, সিআইডি, ডিবি, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ও র‍্যাবের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণসহ অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ আসন্ন জে.এস.সি. ও জে.ডি.সি. পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সবোর্চ্চ আন্তরিকতা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করবেন মর্মে আশ্বস্ত করেন এবং তাঁদের মতামত/সুপারিশ উপস্থাপন করেন।

৩.০ **সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:**

৩.১ পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ৩০ মিনিট পূর্বে পরীক্ষার্থীদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা হলে প্রবেশ করতে হবে। অনিবার্য কারণে কোন পরীক্ষার্থীকে এর পরে প্রবেশ করতে দিলে তাদের নাম, রোল নম্বর, প্রবেশের সময়, দেরি হওয়ার কারণ ইত্যাদি একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে ঐদিনই সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডে প্রতিবেদন দিতে হবে;

৩.২ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যতীত পরীক্ষা কেন্দ্রে অন্য কেউ মোবাইল ফোন বা অননুমোদিত ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করতে পারবেন না। কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছবি তোলা ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধাবিহীন একটি সাধারণ (ফিচার) ফোন ব্যবহার করতে পারবেন। অননুমোদিত ফোন বা ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহারকারীগণের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩.৩ ট্রেজারী/থানা হতে প্রশ্নপত্র গ্রহণ ও পরিবহন কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা/শিক্ষক/কর্মচারীগণ কোন ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না এবং প্রশ্নপত্র বহন কাজে কালো কাঁচযুক্ত মাইক্রোবাস বা এরূপ কোন যানবাহন ব্যবহার করা যাবে না;

৩.৪ প্রত্যেক কেন্দ্রের জন্য একজন করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট/কর্মকর্তা (ট্যাগ অফিসার) নিয়োগ দিতে হবে। তিনি ট্রেজারী/থানা হেফাজত হতে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ প্রশ্ন বের করে পুলিশ প্রহরায় সকল সেটের প্রশ্ন কেন্দ্রে নিয়ে যাবেন।

৩.৫ পরীক্ষা শুরু হওয়ার ২৫ মিনিট পূর্বে প্রশ্নে সেট কোড ঘোষণা করা হবে। সে অনুযায়ী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট/দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তার উপস্থিতিতে তাঁর, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও পুলিশ কর্মকর্তার স্বাক্ষরে প্রশ্নপত্রের প্যাকেট বিধি মোতাবেক খুলতে হবে;

৩.৬ পরীক্ষা কেন্দ্রে ও প্রশ্নপত্র পরিবহনে দায়িত্বপ্রাপ্ত আইন শৃঙখলা রক্ষাকারী বাহিনী সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালন করবেন;

৩.৭ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত গুজব কিংবা একাজে তৎপর চক্রগুলোর কার্যক্রমের বিষয়ে আইন শৃঙখলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ নজরদারী জোরদার করবে;

৩.৮ প্রশ্নপত্র ফাঁস কিংবা পরীক্ষার্থীদের নিকট উত্তর সরবরাহে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইন শৃঙখলা বাহিনী ও জেলা প্রশাসন কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৩.৯ পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষা কেন্দ্রের ২০০ মিটারের মধ্যে শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারীদের মোবাইল, মোবাইল ফোনের সুবিধাসহ ঘড়ি, কলম এবং পরীক্ষা কেন্দ্রে ব্যবহারের অনুমতিবিহীন যে কোন ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকবে; নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৩.১০ প্রশ্নপত্র ট্রেজারি/থানা/ব্যাংক থেকে গ্রহণ, কেন্দ্রে প্রেরণ এবং পরীক্ষা কক্ষে বিতরণ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলি ম্যানুয়ালে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রশ্নপত্র গ্রহণের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এ ম্যানুয়াল অবশ্যই সাথে রাখবেন এবং ম্যানুয়াল অনুযায়ী প্রতিটি কাজ সঠিকভাবে প্রতিপালিত হয়েছে কি না তা নিশ্চিত করবেন;

৩.১১ কোন প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানপ্রধান/শিক্ষক কোনভাবে পাবলিক পরীক্ষায় বেআইনী কোন কাজ করলে সে প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠান প্রধান/শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং প্রয়োজনে পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করা হবে; দোষী শিক্ষক ও কর্মচারীগণ সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হলে তাকে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হলে তার এম.পি.ও. স্থগিত করে তাকে চাকরি হতে বরখাস্ত করার জন্য গভর্নিং বডিকে বলতে হবে। গভর্নি বডি দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হলে প্রয়োজনে কমিটি বাতিল করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে;

৩.১২ ট্রেজারী/থানা থেকে প্রশ্ন কেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য দূরত্ব অনুযায়ী বেশি সময় আগে প্রশ্ন বিতরণ না করে প্রয়োজনীয় সময় নির্ধারণ করে প্রশ্নপত্র বিতরণ করতে হবে।

৩.১৩ যদি কোন মোবাইল নম্বরে একাধিকার একই অংকের টাকার সন্দেহজনক লেনদেন হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট এজেন্টকে নিকটস্থ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে;

৩.১৪ পরীক্ষা চলাকালীন ও এর আগে পরে পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কাজের সময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্যদের প্রবেশ সম্পূর্ণরুপে নিষিদ্ধ থাকবে। এ সময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশকারী অননুমোদিত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩.১৫ প্রশ্নপত্র ছাপানোর সাথে সম্পৃক্ত বিজি প্রেসের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে গোয়েন্দা নজরদারীতে রাখার জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানাতে হবে;

৩.১৬ জেলার ক্ষেত্রে ট্রেজারি এবং উপজেলার ক্ষেত্রে উপজেলাস্থ থানা/ব্যাংক লকারে প্রশ্নপত্রের ট্রাংক সংরক্ষণ করতে হবে;

৩.১৭ ট্রেজারিতে রক্ষিত প্রশ্নপত্র পরীক্ষা শুরুর তিন দিন পূর্বে দিনভিত্তিক ও সেটভিত্তিক সর্টিং করে সিকিউরিটি খামে সংরক্ষণ করতে হবে।

৩.১৮ জেলা ট্রেজারীতে একজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের উপস্থিতিতে প্রশ্নপত্র সর্টিং করতে হবে। বিষয় ও দিনভিত্তিক একই সেটের সকল প্রশ্ন একটি বড় খামে প্যাকেটজাত করে নিরাপত্তা টেপ লাগাতে হবে। বোর্ডসমূহ যথাসময়ে বড় খাম ও সিকিউরিটি টেপসহ আনুষঙ্গিক জিনিস জেলা প্রশাসকগণকে সরবরাহ করবে;

৩.১৯ আসন্ন জে.এস.সি. ও জে.ডি.সি. পরীক্ষা সুষ্ঠু, সুন্দর ও নকলমুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে আগামী ২৮.১০.২০১৮ তারিখ থেকে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সকল কোচিং সেন্টার বন্ধ থাকবে।

৩.২০ পরীক্ষা সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত কেন্দ্রপর্যায়ে অবহিত করার জন্য বোর্ডসমূহ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪.০ আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২১/১০/১৮

(নুরুল ইসলাম নাহিদ)
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নং-৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৯.০০১.১৭-১৩৩৯

তারিখ : ০৭ কার্তিক, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ২২ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, জন নিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৬। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। মহাপুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা।
৮। মহাপরিচালক, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৯। মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (এন.এস.আই.), ঢাকা।
১০। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর/মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেশনস বোর্ড (বি.টি.আর.সি.), ঢাকা।
১২। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/প্রশাসন ও অর্থ/মাধ্যমিক-(১/২)/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়/প্রশাসন/কারিগরি/মাদ্রাসা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ/ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। যুগ্মসচিব (বেসরকারি মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। সভাপতি, বাংলাদেশ আন্ত:শিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব কমিটি ও চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
১৬-২৩। চেয়ারম্যান, রাজশাহী/দিনাজপুর/যশোর/বরিশাল/সিলেট/কুমিল্লা/চট্টগ্রাম/ময়মনসিংহ।
২৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, বকশিবাজার, ঢাকা।
২৫। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
২৬। অতিরিক্তি পুলিশ কমিশনার, ডিবি, ডি.এম.পি., ঢাকা।
২৭। অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম এন্ড অপস), ডি.এম.পি. হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।
২৮। ডি.আই.জি. (এডমিন এন্ড ডিসিপ্লি), পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।
২৯। ডি.আই.জি. (অপারেশন), পুলিশ হেডকায়ার্টার্স, ঢাকা।
৩০। ডি.আই.জি., সি.আই.ডি.,ঢাকা।
৩১। যুগ্ম-পুলিশ কমিশনার, (ক্রাইম), ডি.এম.পি. ঢাকা।
৩২। ডিসি.ডিবি, (উত্তর)/ডিসি.ডিবি (দক্ষিণ)।
৩৩। ডেপুটি ডাইরেক্টর (অপস), র‍্যাব সদর দপ্তর, ঢাকা।
৩৪। এস.পি., সিটি এস.বি.,ঢাকা।
৩৫। পরিচালক, বি.টি.আর.সি, ঢাকা।
৩৬। পরিচালক, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরি সেন্টার, ঢাকা।
৩৭। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ/কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৮। উপপরিচালক, বিজিপ্রেস, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩৯। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪০। অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-১) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২২/১০/২০১৮

(লুৎফুন নাহার)
উপসচিব
ফোন : ৯৫৭৬৭৮০